দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ : JUL 08 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ এখন শুধুই ইতিহাস

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান : ঐতিহ্য আর গৌরবের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছেই অজানা। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা ভুলতে বসেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ ও ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্তরিকতার অভাবে জকসুর মৃতপ্রায় অবস্থা। প্রতি বছর নির্বাচনের কথা থাকলেও প্রায় ১৮ বছর যাবৎ এখানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। ফলে সৃজনশীলতা ও সুকুমার বৃত্তির চর্চাও স্থবির হয়ে পড়েছে। জনপ্রিয় বা সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা বা নেতৃত্বেরও জন্ম হচ্ছে না। নতুন মুখের আগমন ঘটছে না। ফলে এখন ক্যাম্পাসে এলাকা বা ইজমভিত্তিক রাজনীতি চর্চা শুরু হয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের কল্যাণে ক্যাম্পাসে সক্রিয় কোন ছাত্র সংগঠনও এগিয়ে আসছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণ ছাত্রদের ন্যায্য দাবীতে আন্দোলনও ছাত্রনেতাদের বাধা বা হুমকির ফলে নিমিষেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কখনও কখনও আবার শারীরিকভাবেও প্রহৃত হচ্ছে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

জুনিয়র কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের ধারণা, ছাত্র সংগঠনগুলোর লেজুড়বৃত্তির কারণেই নির্বাচন হচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমান ছাত্রনেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র না হওয়ায় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তাদের তেমন আগ্রহ নেই।

সর্বশেষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৬ সালে। আলমগীর সিকদার লোটন ও জাহাঙ্গীর সিকদার জোটন (লোটন, জোটন দুই ভাই পরিষদ) যথাক্রমে ভিপি ও জিএস ছিলেন। '৯০-এর জানুয়ারী এরশাদ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৪ জানুয়ারী ছাত্র সংসদ ভেঙে দেয়া হয়।

গত ১৮ বছর যাবৎ ছাত্র সংসদ নির্বাচন বা কোন রকমের কার্যক্রম না থাকলেও ৩৮ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গ্রহণ করছে মোটা অংকের চাঁদা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে প্রতি বছর সাড়ে ৬ হাজার এবং মাস্টার্সে ৫ থেকে সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ভর্তির সময় প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে অনার্সের জন্য ১৫ থেকে ২০ টাকা ও মাস্টার্সের জন্য ১০০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতি বছর শুধু ছাত্র সংসদের নামেই প্রায় ২ লাখ টাকা আয় করে প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ছাত্র সংসদ না থাকায় এই খাতে বছরে কোন টাকাই ব্যয় করছে না কর্তৃপক্ষ। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন- এ মোটা অংকের টাকা তারা কোন খাতে ব্যয় করছে? তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ছাত্র সংসদের নামে গ্রহণকৃত টাকা কারো ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় হচ্ছে না, সব টাকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজে ব্যয় হচ্ছে।

পুরনো ছাত্রদের অনেকেরই অভিমত, এখন ক্যাম্পাসে প্রায়ই অরাজকতা, দাঙ্গা, এমনকি খুনের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটছে। কিন্তু ছাত্র সংসদ থাকা অবস্থায় ক্যাম্পাসে কোনরকম অঘটন ঘটেনি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ আশপাশের এলাকায় কেউ একটা পটকা ফুটাতেও সাহস পায়নি। একদিনের জন্যও জগন্নাথের ক্লাস বন্ধ হয়নি। ক্যাম্পাসে বিজ্ঞান ও ফ্রেন্ডস ক্লাব গঠন, সাংস্কৃতিক উৎসব, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নববর্ষ উদযাপন, নজরুল ও রবীন্দ্র জয়ন্তীসহ ছাত্রদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতো। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ সামাজিক কাজেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।